গাংনীর ধানখোলা বাজারের ৩ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা বাজারে অভিযান চালিয়ে মূল্যতালিকা প্রদর্শন ও মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বিক্রয়ের অপরাধে ৩ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাছে থেকে ১৩ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

মঙ্গলবার দুপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এ অভিযান পরিচালনা করেন।সহযোগিতায় ছিলেন জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) তারিকুল ইসলাম ও গাংনী উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মশিউর রহমান এবং মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একটি টিম।

সজল আহমেদ জানান, অভিযানে হোটেল, ফার্মেসিসহ বেশকিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়। এসময় মেসার্স ভাই ভাই স্টোর নামক প্রতিষ্ঠানে তদারকিতে প্রচুর মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য জব্দ করা হয়। মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করা ও মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য বিক্রয়ের অপরাধে প্রতিষ্ঠানটিকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮ ও ৫১ ধারায় ৫ হাজার টাকা এবং মেসার্স ফেরদৌস স্টোরকে একই অপরাধ ও ধারায় ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় ও মেয়াদ উত্তীর্ণ মালামাল জব্দ করা হয়।

এসময় কয়েকটি হোটেল তদারকিকালে মেসার্স রাকিব হোটেলকে অস্বাস্থ্যকরভাবে খাবার তৈরি ও মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ৩৮ ও ৪৩ ধারায় ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অভিযানে ৩টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ১৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এসময় জব্দকৃত মেয়াদ উত্তীর্ণ ও খারাপ পণ্যগুলো নষ্ট করা হয় এবং ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের মাঝে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

তিনি আরো জানান, জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টি “সংবিধান সংরক্ষণ দিবস” পালন

৬ ডিসেম্বর সংবিধান সংরক্ষণ দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টি প্রধান কার্যালয় কাথুলী বাস স্ট্যান্ডে এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টি সদস্য সচিব সুমন পারভেজের সভাপতিত্বে মেহেরপুর পৌর জাতীয় পার্টি সদস্য সচিব মোঃ হামিদুল ইসলাম এর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টি আহ্বায়ক আব্দুল হাদী। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর জাতীয় পার্টির সভাপতি আব্দুল মান্নান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি খিলাফত আলী, সদর উপজেলা জাতীয় পার্টি সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ খাইরুল বাশার মিঠু, কুতুবপুর ইউনিয়ন জাতীয় পার্টি সভাপতি আনছারুল ইসলাম, শ্যামপুর ইউনিয়ন পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোঃ রাহিন আলী, জাতীয় ছাত্র সমাজ মেহেরপুর জেলা শাখার আহ্বায়ক মোঃ রনি আহম্মেদ, জাতীয় যুব সংহতি মেহেরপুর জেলা শাখার আহ্বায়ক মোঃ মাহমুদুল হাসান, জাতীয় সংস্কৃতিক পার্টি মেহেরপুর শাখার আহ্বায়ক মোঃ ইনছান আলী, মেহেরপুর পৌরসভা ৫ নম্বর ওয়ার্ড জাতীয় পার্টি সাধারণ সম্পাদক বারেক আলী উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টির আহ্বায়ক আব্দুল হাদী বলেন বাংলাদেশের সকল জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের নেতা কর্মীদের একসাথে হয়ে কাজ করতে হবে।

নানা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে পালন

করা হয়েছে মুজিবনগর মুক্ত দিবস

৬ ডিসেম্বর মুজিবনগর মুক্ত দিবস। মুক্তিবাহীনির প্রবল প্রতিরোধের মুখে টিকতে না পেরে ১৯৭১ সালের এ দিন মুজিবনগর মেহেরপুর জেলা ছেড়ে পালিয়ে যায় পাক হানাদার বাহিনী। এদিন মুক্ত হয় মুজিবনগর মেহেরপুর।

স্বাধীনতার পর থেকে র্যালি, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন এবং আলোচনা সভার মধ্যদিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন করে আসছে মুজিবনগরের বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ, দিবসটি উপলক্ষে মঙ্গলবার সকালে উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সে, উপজেলা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আয়োজনে র্যালী বের করা হয় র্যালীটি কেদারগঞ্জ বাজারের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদিক্ষণ শেষে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সে এসে শেষ হয়।

সেখানে অবস্থিত জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পন করা হয় এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগর দিবস পালনে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস,মুজিবনগর থানা অ্ফিসার ইনচার্য মেহেদী রাসেল, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী আহসান আলী খাঁন, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড মুজিবনগর উপজেলা শাখার সভাপতি শুকুর আলী সহ উপজেলার সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাগন।

কোটচাঁদপুর ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের মাঝে

বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণ

কোটচাঁদপুরে রবি/২০২২-২৩ মৌসুমে প্রণোদনা কর্মসুচির আওতায় ২৩ শ চাষিকে বোরো (উফসী ও হাইব্রিড) ধানের উৎপাদন ও আবাদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের মাঝে বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলা সম্মেলন কক্ষ থেকে এ সব বিতরন করা হয়।

অনুষ্ঠানে নির্বাহী অফিসার খান মাসুম বিল্লাহ সভাপতিত্ব করেন। কৃষি সম্পসারন অফিসার হুমায়ূন কবিরের সঞ্চালনায়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি অফিসার মহাসিন আলী।

এ সময় সার বীজ বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি উপজেলা আওয়ামীলীগ সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পিংকি খাতুন, উপজেলা আওয়ামিলীগের সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম খান বাবলু, সহ-সভাপতি ফারজেল হোসেন মন্ডল, সহ-সভাপতি লুৎফর রহমান, বীর মুক্তি যোদ্ধা সাবেক কমান্ডার তাজুল ইসলাম, সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সঞ্জয় কুমার, এলাঙ্গী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান খান,পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি কাজী আলমগীর হোসেন প্রমুখ।

এ সময় প্রত্যেকে চাষীর মাঝে ১০কেজি ডিএপি,১০ কেজি পটাশ, ৫কেজি ধানের বীজ প্রদান করা হয়। সে সময় আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী সহ বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক বৃন্দ।

গাংনীর সাহারবাটিতে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ানের স্থান

নির্বাচন

গাংনীর সাহারবাটিতে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম দেখছে আলোর মুখ,খুব শিঘ্রই শুরু হবে কাজ। স্থান নির্বাচন,মাটি পরিক্ষাসহ সবধরনের প্রস্ততি ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ শুরুর জন্য উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি টীম জায়গা পরিদর্শন করেছেন। এবং মাঠের চারপাশে লাল নিশান দিয়ে স্থান নির্বাচন কাজ সম্পন্ন করেছে। কাজ বাস্তবায়নে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম প্রকল্প প্রকৌশলী শফিকুল ইসলাম মিনি স্টেডিয়ামের কাজের লে আউট প্রদানের কাজ সম্পন্ন করেন।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা নির্মাণ ব্যায় ধরা হয়েছে। স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজের ব্যামধ্যে রয়েছে ভূমি উন্নয়ন ও খেলার মাঠের উন্নয়নসহ পাঁচ ধাপ বিশিষ্ট ৩০০ ফিটের গ্যালারি এবং ৩ তলা বিশিষ্ট একটি প্যাভিলিয়ন ভবন।

গাংনী উপজেলা শহর থেকে ৪◌ার কিলোমিটার পশ্চিমে সাহারবাটি গ্রাম। জমিজমা জটিলতা না থাকায় এবং বিভিন্ন মাধ্যম থেকে সাহারবাটি ফুটবল মাঠ টি মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের উপযোগী হিসেবে মনোনীত করা হয়। বর্তমান সরকারের উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় সাহারবাটি গ্রামের ফুটবলমাঠে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ হওয়ায় এলাকাবাসী সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম জানান, স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজের সকল প্রস্তুতি ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। দুএক দিনের মধ্যেই কাজ শুরু হবে।

ঝিনাইদহে জনি হত্যা মামলার

আসামি গ্রেফতার

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে মোবাইল ব্যবসায়ী জনি হত্যা মামলার একমাত্র ও প্রধান আসামি সজীব আহমেদ অপুকে গ্রেফতার করেছে র্যাব-
৬। গতরাতে সোমবার (৫ ডিসেম্বর) কুষ্টিয়া জেলার মনহরদি এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতার সজীব আহমেদ অপু হরিণাকুন্ডু উপজেলার আদর্শ আন্দুলিয়া গ্রামের আফজাল হোসেনের ছেলে।

র্যাব-৬ এর ভারপ্রাপ্ত কোম্পানি কমান্ডার মো. রাসেল জানান, মোবাইল ব্যবসায়ী জনি হত্যা মামলার পর থেকেই র্যাব আসামি গ্রেফতারে অভিযানে নামে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব জানতে পারে অপু কুষ্টিয়া জেলার মনহরদি গ্রামে অবস্থান করছে। পরে সেখানে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনায় যদি আরও কেউ জড়িত থাকে তাদেরকেও গ্রেফতার করা হবে বলেও জানান তিনি।

উল্লেখ্য, জেলার হরিণাকুন্ডু উপজেলা বাজারে নিহত জনির মোবাইলের দোকান আছে। অপু কয়েকদিন আগে ওই দোকান থেকে ৬১ হাজার টাকা মূল্যের দুটি মোবাইল বাকিতে ক্রয় করে। পাওনা টাকা আদায়কে কেন্দ্র করে দুজনের মধ্যে বাকবিতণ্ডের সৃষ্টি হয়। এরই জের ধরে গতকাল সোমবার দুপুরে আসামি অপু দোকানে ঢুকে জনিকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করে পালিয়ে যায়।

গাংনীতে ভাটপাড়া আশ্রয়ণ প্রকল্পের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময়

গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসের উদ্যোগে উপজেলার ভাটপাড়া আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঋণী সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার সকালে গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসে এ মতবিনিময় সভা

গাংনী উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মাহবুবুল হক মন্টুর সভাপতি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সমবায় কর্মকর্তা প্রভাষ চন্দ্র বালা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম, সমবায় অফিসের প্রশিক্ষক রোকনুজ্জামান তুষার।

মতবিনিময় সভায় ভাটপাড়া আশ্রয়ণ প্রকল্পের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।

আলমডাঙ্গায় ১০৩ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ দুই যুবক আটক

আলমডাঙ্গায় নেশা জাতীয় দ্রব্য ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ ২ যুবককে আটক করেছে পুলিশ। সোমবার (৫ ডিসেম্বর) দুপুর দেড়টার দিকে মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়ি পুলিশ অভিযান চালিয়ে সোনাতনপুর মোড় থেকে দুই যুবককে আটক করে।

আটকৃত যুবকেরা হলো- জেহালা ইউনিয়নের বড় পুটিমারী গ্রামের মোহাম্মদ আলীর ছেলে রিদয় আহম্মেদ (২৪) ও গড়চাপড়া গ্রামের হামিদুল ইসলামের ছেলে রাকিব হাসান।

পুলিশ সূত্রে জানাযায়, উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের সোনাতনপুর মোড়ে দুই যুবক মাদকদ্রব্য ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ বিক্রি উদ্দেশ্যে অবস্থা করছে। এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়ি পুলিশের উপ-পরিদর্শক এসআই রকিবুল ইসলাম ও সহকারী উপ-পরিদর্শক এএসআই সাহাবুদ্দিন লস্কর সঙ্গীয় ফোর্স মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। দুই যুবককে সন্দেহ মূলক আটক করে। তাদের শরীর তল্লাশি করে ১০৩ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

এবিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক ওসি সাইফুল ইসলাম জানান, দুইজনকে ১০৩ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ আটক করা হয়েছে। তাদের

বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমান আদালতে ৩ মাদকসেবীর জেল-জরিমানা

আলমডাঙ্গার ছোটপুটিমারী গ্রামের তিনজন মাদক সেবীকে ৩ মাসের কারাদন্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। সোমবার (৫ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তিনজনকে কারাদণ্ড প্রদান করে।

আদালত সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের ছোটপুটিমারী গ্রামের মৃত নাশির আলমের ছেলে ইসতিয়াক উল আলম (২৭),একই গ্রামের মৃত তেলা মিস্ত্রির ছেলে শাহীন আলী, গড়গড়ি গোবিন্দপুর গ্রামের জহুরুল ইসলামের ছেলে বাঁধন আলী ।

আদালত সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের ছোটপুটিমারী গ্রামের তিন যুবক ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট সেবনের জন্য অবস্থান করছিলো। এসময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তাদের আটক করে।

পরে, তাদের নিকট থেকে ৪ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ ৩ জনকে আটক করে।

ঘটনাটি আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারী কমিশন ভূমি রেজওয়ান নাহিদকে জানালে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। তিনজনকে ১ শত টাকা জরিমানা ও ৩ মাস করে জেল প্রদান করে ।

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে দুবৃর্ত্তের ছুরি আঘাতে ব্যবসায়ী খুন

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে দুবৃর্ত্তের ছুরি আঘাতে হামিদুল ইসলাম জনি (২৭) নামে এক মোবাইল ব্যবসায়ীকে খুন করা হয়েছে।

সোমবার (৫নভেম্বর) বিকাল ৩টার দিকে উপজেলার কসাইমোড় এলাকার মুন্সী মার্কেটে তার নিজের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মুন্সী মোবাইল হাউজে ঘটনাটি ঘটে।

মোবাইল ব্যবসায়ী নিহত হামিদুল ইসলাম জনি একই উপজেলার তাহেরহুদা ইউনিয়নের আদর্শ আন্দুলিয়া গ্রামের আতিয়ার মুন্সীর ছেলে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার দুপুরে কসাই মোড় এলাকার মুন্সী মোবাইল হাইজের স্বত্তাধীকারি জনির বাড়িতে কে বা কারা খবর দেয় জনির সাথে একই এলাকার অপু নামে এক যুবকের মোবাইল কেনা বেচা নিয়ে ঝামেলা হয়েছে। তারপর থেকে দোকান বন্ধ। এই ঘটনা শুনার পর বিকেলে জনির পিতা দোকানে এসে ছেলের রক্তাক্ত মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয়। পরে পুলিশ এসে তার লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করছে।

এবিষয়ে জনির আরেক ভাই ব্যবসায়ী কাব্বারুল ইসলাম বলেন আমি ফোন পেয়ে ছুটে এসে দোকানের মধ্যে দেখি বুকে ছুরিবৃদ্ধ অবস্থায় জনির লাশ পড়ে আছে। তিনি আরও জানান অপুর সাথে আমাদের কোন পূর্বশত্রুতা নেই, তবে মোবাইল কেনা বেচা নিয়ে জনির সাথে অপুর ঝামেলা হয়েছে শুনেছি। তবে কারা এই হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে তা তিনি নিশ্চিত করে বলতে পারেননি।

হরিণাকুন্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ সাইফুল ইসলাম বলেন মোবাইল কেনাবেচাকে কেন্দ্র করে শত্রুতার জের ধরে এই হত্যাকান্ড হতে পারে বলে প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন এব্যাপারে পুলিশ তৎপর রয়েছে, প্রকৃত অপরাধীকে সনাক্তের চেষ্টা চলছে।